গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয়শাখা
www.gsb.gov.bd

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের অক্টোবর/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**ড. মহঃ শের আলী** **মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)**
তারিখ	:	**২০ অক্টোবর, ২০২০**
সময়	:	**বিকাল ০২:৩০ টা**
স্থান	:	**সভাকক্ষ**
উপস্থিতসদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। অতঃপর সভাপতি পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন।

সভার আলোচ্য সূচিসমূহ:

(১) বিগত ২৩-০৯-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(২) বিগত ২৩-০৯-২০২০ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী ২ নং পয়েন্টে সংশোধনীসহ অন্য কোন সদস্যের দ্বিমত না থাকায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত:		
১।	অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সকল শাখা হতে ডিপিপি প্রণয়ন করে জমা দেবার সিদ্ধান্ত পূর্বেই গৃহীত হয়। শাখা হতে স্বতন্ত্র ডিপিপি প্রণয়ন ছাড়াও জিএসবির প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প যাচাই বাছাই এর জন্য ২টি ভিন্ন কমিটি রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প প্রণয়ন কমিটি পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সভায় প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির যৌক্তিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ডিপিপি প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন শাখা হতে প্রকল্প তৈরীর প্রস্তাব, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার মাধ্যমে ডিপিপি তৈরি করার প্রস্তাব করেন। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও জনাব মো: মহিবুল ইসলাম, পরিচালক (ড্রিলিং প্রকৌশল) বলেন, বিভিন্ন শাখা হতে স্বতন্ত্রভাবেই ডিপিপি প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়ন কমিটির প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাবিত ডিপিপি পরিমার্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখাপ্রধান জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ পাটওয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) প্রকল্প প্রণয়ন কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে জানান, বিভিন্ন শাখা হতে প্রকল্প প্রস্তাব আসতে পারে। ইতোমধ্যেই তিনটি (০৩) শাখা হতে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, জিএসবির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু ডিপিপি তৈরির জন্য প্রকল্প প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রকল্প প্রণয়ন কমিটি পুনর্গঠণ না করলে এই সকল কাজ ব্যাহত হবে।	ক) মহাপরিচালক শাখাপ্রধানদের সাথে পরবর্তী ১টি সভায় আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সকল শাখা প্রধান
২।	সভায় জনবল সংক্রান্ত আলোচনা হয়। এ প্রেক্ষিতে জনাব নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জনবল বিতরণের ক্ষেত্রে ১টি গাইড লাইন/নীতিমালা থাকা জরুরি। সকল কর্মকর্তার পদোন্নতির জন্য প্রতিবেদন আবশ্যিক হওয়ায় সকল কর্মকর্তাকে ভূবৈজ্ঞানিক কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিরতিতে কারিগরি শাখা ও প্রশাসনিক শাখা সমূহের জনবল পরিবর্তন করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যাক্ত করেন। অতঃপর উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান, জিএসবির যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি বর্তমানে অন্যান্য অধিদপ্তরে কাজ করছে তাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে	ক) জনবল নিযুক্তকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করা হবে। খ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোতে সংযুক্ত জনবল ফেরত আনার জন্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং বংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হলে জিএসবির জনবল ফেরত	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ফেরত আনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	দিবে।	
৩।	বহিরঙ্গন কর্মসূচির কার্যক্রমের উপর নীতিমালা তৈরীর লক্ষ্যে গঠিত কমিটির অগ্রগতি সম্পর্কে কমিটির আহ্বায়ক জনাব নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, ৩ টি শাখা ব্যতীত সকল শাখা হতে সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধানগণ তাদের মতামত প্রেরণ করেছেন। মতামতগুলো সন্নিবেশ করার কাজ চলছে। মহাপরিচালক আগামি সমন্বয় সভার পূর্বে সকল মতামত সন্নিবেশপূর্বক সম্পূর্ণ নীতিমালা সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। শাখাপ্রধাগণের মতামত সন্নিবেশ, সকল কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন, পরবর্তী প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ইত্যাদি কাজের জন্য তিনি একটি রোডম্যাপ তৈরির কথা উল্লেখ করেন। রোডম্যাপ অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	ক) আগামি ২ সপ্তাহের মধ্যে খসড়া নীতিমালা উপস্থাপন করতে হবে। পরবর্তী ১ সপ্তাহের মধ্যে কমিটি খসড়া নীতিমালা মহাপরিচালক বরাবর পেশ করবেন।	বহিরঙ্গন নীতিমালা কমিটি
৪।	বিগত ৫ বছরের অসম্পন্ন প্রতিবেদন জমা দেয়ার বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রতিবেদন জমা হয়েছে। সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় (যে সকল কর্মসূচির নমুনা টেস্টের ফলাফল পাওয়া যায় নাই সে সকল কর্মসূচি ব্যতীত) পরবর্তী ৭ কর্মদিবস পর্যন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া যাবে। প্রতিবেদন জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) কে পর্যবেক্ষণের পরামর্শ দেন। প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে জমা দেয়া প্রতিবেদনগুলো হতে পর্যায়ক্রমে সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পরবর্তীতে প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে। জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জমা হওয়া প্রতিবেদনগুলোর মান সম্পর্কে উল্লেখ করলে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদনগুলো পরবর্তীতে সংশোধন ও মানোন্নয়ন করা হবে।	ক) আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। প্রতিবেদন জমা দানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খ) জমা দেয়া প্রতিবেদনগুলো হতে পর্যায়ক্রমে সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপন ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে। গ) সেমিনার হতে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদনগুলো পরবর্তীতে সংশোধন করা হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা এবং সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রধানগণ/ দলপ্রধানগণ
৫।	২০২০-২১ অর্থবছরের বহিরঙ্গন কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনাকালে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখাপ্রধান জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ পাটওয়ারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান ১টি কুপ খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ১টি ভূতাত্ত্বিক দল বহিরঙ্গণে অবস্থান করছে। এছাড়াও ভূপদার্থিক দলের যন্ত্রপাতি টেস্টিং শুরু হয়েছে। জনাব নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বহিরঙ্গন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখাপ্রধান জানান, নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখার জনবল প্রকল্পের কাজে সংযুক্ত থাকায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্রম কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট শাখার শাখাপ্রধান জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ১টি কুপ খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ১টি কুপ খনন জিএসবির পরিকল্পনায় রয়েছে। ভূপদার্থিক জরিপের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করা হলে ২য় কুপ খননের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়াও তিনি দিনাজপুরের হাকিমপুরে প্রাপ্ত লৌহ আকরিকের কাজটি জিএসবি শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন করার সুযোগ না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। ড. মো: আহসান হাবিব, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এই সকল ক্ষেত্রে জিএসবি খনি আবিষ্কারের স্বীকৃতি পায় না উপরন্তু গবেষণাকাজের জন্য নমুনাপ্রাপ্তিও জটিল হয়ে পরে। জনাব নিজাম উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, এ অর্থবছরে একই জায়গায় অভিকর্ষিয়-চুম্বকিয় এবং সাইসমিক জরিপ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং নভেম্বরের শুরুতে বহিরঙ্গন কাজ শুরু করা হবে।	ক) পরিকল্পনা অনুযায়ী বহিরঙ্গন কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে। খ) দিনাজপুরের হাকিমপুরে প্রাপ্ত লৌহ আকরিকের প্রতিবেদন জিএসবি মন্ত্রণালয় বরাবর পেশ করবে। গ) খনি আবিষ্কারের স্বীকৃতি ও গবেষণাকাজের জন্য নমুনাপ্রাপ্তিসহ খনি এলাকায় প্রবেশাধিকারের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে জানাতে হবে।	সকল শাখা
৬।	বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় চলমান Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC) প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির মেয়াদ ১.৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।	ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।	GeoUPAC প্রকল্প
৭।	বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখার ল্যাবের নিরাপত্তার জন্য ল্যাবে রক্ষিত রাসায়নিক ও সিলিন্ডারসমূহ বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শনের বিষয়টি জানিয়ে বিস্ফোরক পরিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরন করা হয়েছে।	ক) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের মতামত অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
	প্রশাসনিক আলোচনা:		
১।	চট্টগ্রাম, খুলনা ও মিরপুরে অবস্থিত জিএসবি'র জমির মাল্টি পারপাস প্ল্যানসহ ডিপিপি প্রণয়ন ও নকশা সংক্রান্ত আলোচনায় সভাপতিকে উপ-পরিচালক	ক) চট্টগ্রামের জমির রেজিষ্ট্রেশনের জন্য গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তাগিদ	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	(অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান, মহাপরিচালকের নির্দেশনা মোতাবেক মিরপুরের জমির কাগজ নিয়ে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষে যোগাযোগ করা হয়েছে। এছাড়াও খুলনার জমির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং চট্টগ্রামের জমির রেজিস্ট্রেশন করার জন্য পুনরায় চেষ্টা করা যেতে পারে। সভায় প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কাজ চলমান থাকবে এবং পরবর্তীতে প্রয়েজনানুসারে সভায় এ সংক্রান্ত আলোচনা করা হবে।	পত্র প্রেরণ করতে হবে। খ) গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট মেম্বারের সাথে মহাপরিচালক মহোদয় কথা বলবেন। গ) প্রক্রিয়াটি দীর্ঘমেয়াদি বিধায় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তীতে সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।	
২।	প্রয়োজনীয় ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত সংক্রান্ত আলোচনায় উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) সভাকে জানান যে, ইতোপূর্বে গাড়ির জন্য আংশিক TO&E তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে যন্ত্রপাতির জন্য TO&E তৈরির কাজ প্রায় শেষ। অল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। TO&E প্রেরণের বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের চেকলিষ্ট অনুসরনের পরামর্শ দেন। গাড়ি এবং ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি TO&E ভুক্তির কাজটি দীর্ঘমেয়াদি বিধায় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ভিত্তিতে পরবর্তীতে সভায় এ সংক্রান্ত আলোচনা করা হবে। মহাপরিচালক মহোদয়ের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান, ডিসেম্বর ২০২০ এর পর কর্মচারিদের জন্য বাস ক্রয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। বর্তমানে তারা যাতায়াতের জন্য কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের গাড়ি ব্যবহার করছে। নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জিএসবি'র ক্যান্টিন বরাদ্দের কাজ করা হবে।	ক) জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের চেকলিষ্ট অনুসরণ করে ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং গাড়ি TO&E ভুক্তির তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রয়েজনানুসারে সভায় এ বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। খ) নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং পূর্বের চেয়ে বেশি মূল্যে ক্যান্টিন বরাদ্দ দিতে হবে।	ক) অপারেশন ও সমন্বয় শাখা এবং ক্যান্টিন বরাদ্দের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি
৩।	প্রতিটি দপ্তর/ অধিদপ্তর/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা তাদের নিজ নিজ আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু জিএসবির ক্ষেত্রে অদ্যাবধি কোন আইন ও বিধি প্রণীত হয় নাই। নিজস্ব আইনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তীতে এই সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন, নিজস্ব আইন ও বিধি প্রনয়ন অত্যান্ত দীর্ঘমেয়াদি কাজ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রয়োজন।	ক) নিজস্ব আইন ও বিধি প্রনয়ন অত্যান্ত দীর্ঘমেয়াদি কাজ এবং পরবর্তীতে প্রয়েজনানুসারে সভায় এ সংক্রান্ত আলোচনা উত্থাপন করা হবে।	জিএসবির নিজস্ব আইন ও বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি
৪।	জিএসবি'র জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক বই, অনলাইন জার্নাল সাবস্ক্রিপশনের ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচনায় প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) উল্লেখ করেন, সকলের চাহিদার প্রেক্ষিতে বই ক্রয়ের চূড়ান্ত তালিকা সংগ্রহণ শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিষয়টি ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।	ক) বই ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা এবং অন্যান্য শাখাপ্রধান
৫।	জিএসবি'র বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনায় উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং কমিটি প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেছে। মহাপরিচালক মহোদয় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিয়োগের কাজ এগিয়ে নেবার পরামর্শ দেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যাতিরেকে কেউ যদি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন রকম বাঁধার সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	ক) নিয়োগ কমিটি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নতুন জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করবে।	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগ কমিটি
৬।	মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে জিএসবির মুজিব বর্ষ উৎযাপন কমিটির সভাপতি জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক জিএসবি অদ্যবধি সকল কার্যাবলী যথাযথভাবে পালন করে আসছে। উপরন্তু এ কর্মকান্ডকে গতিশীল রাখার জন্য কমিটি জিএসবিতে মুজিব কর্নার স্থাপনের পাশাপাশি বেশ কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক। পোস্টারের মাধ্যমে এবং এলইডি স্ক্রলে সিটিজেনস্ চার্টার ডিসপ্লে, জিএসবির বাউন্ডারি ওয়ালকে জনসচেতনতা ও দূর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক প্রচারনা তৈরীর জন্য ব্যবহার করা, বিজয় দিবসকে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা ইত্যাদি। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কমিটি কাজগুলো শুরু করবে বলে কমিটির সভাপতি সভায় উল্লেখ করেন।	ক) কমিটি তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজগুলো সম্পাদনের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
৭।	সভায় মহাপরিচালক দক্ষ জনবল তৈরীতে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করেন এবং এপিএর ৫০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় নির্দিষ্ট বিরতীতে এই ধরণের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি উল্লেখ করেন, অফিস সহকারি, উচ্চমান সহকারী, সহকারী ও	ক) সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার, এপিএ, ই-ফাইল সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	অধীক্ষকগণের আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ শেষে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার, এপিএ, ই-ফাইল সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা কাজ শুরু করবে। পাশাপাশি আবাসিক প্রশিক্ষণে পঠানোর ব্যবস্থা থাকলে ২/৩ জন কর্মকর্তাকে সেখানে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে। জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, আমরা নিজস্ব জনবল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করতে পারি সেক্ষেত্রে একসাথে বেশি সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে।	খ) আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মনোনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।	
৮।	মহাপরিচালক মহোদয় Geological Heritage হিসাবে ঘোষিত সিলেট জেলার গোয়াইনঘাটের জমির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু সভায় সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি উপস্থিত না থাকায় অধিগ্রহণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য দেয়া সম্ভব হয় নাই।	ক) পরবর্তী সভায় মহাপরিচালক মহোদয়কে জমির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
৯।	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জনাব নিজামউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ) জানান, গত সমন্বয় সভায় থার্মালগান ব্যবহার করে সবার তাপমাত্রা পরীক্ষার নির্দেশনা সত্ত্বেও থার্মালগানের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান, থার্মালগানের জন্য প্রতিদিন নতুন ব্যাটারি প্রয়োজন হয়। তাই নিয়মিত টেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। মহাপরিচালক মহোদয় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানা, প্রয়োজনে কোভিড টেস্ট করা এবং নেগেটিভ না হওয়া পর্যন্ত অফিসে না আসার পরামর্শ দেন।	ক) আরো ১টি থার্মালগান কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রির বেশি হলে অবিলম্বে কোভিড টেস্ট করাতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
১০।	অফিসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে উল্লেখ করে মহাপরিচালক বলেন, প্রয়োজনে হাজিরা খাতা দেখতে হবে। সকল শাখাপ্রধান তাদের অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বিষয়টি অবহিত করবেন এবং নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়টি মনিটর করবেন। তিনি ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তনের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। ভিজিলেন্স কমিটির সভাপতি জনাব নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, বর্তমানে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ভিজিলেন্স কমিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সময় অনুযায়ী আসা যাওয়া মনিটর করছে। এ প্রেক্ষিতে জনাব নিজামউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ) তার পূর্ব অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে বলেন, মাঝে মাঝে টিম পুরো অফিস ভিজিট করলে এবং মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে গেটে বসলে অত্যান্ত ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।	ক) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিসে নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করবেন।	সকল শাখা প্রধান ও ভিজিলেন্স কমিটি

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৭/১১/২০২০
(ড. মহঃ শের আলী)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

নং-২৮.০৫.০০০০.০০৪.০১.০৪৪.১৮/ ২২৮০ তারিখ: ৭.১১.২০২০ খ্রি.।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:-

১। সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সভাপতি, আইসিটি ও ওয়েব টিম (জিএসবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ), জিএসবি, ঢাকা।
৩। শাখা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সেল প্রধান ----------জিএসবি, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জিএসবি, ঢাকা।

৭/১১/২০২০
(মঈনউদ্দিন আহম্মেদ)
পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়)